৩৯.ফেরা

আমার চাকুরী হয়েছে -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাঁশী’কবিতার

হরিপদ কেরানীর চেয়ে অনেক দামী ও সম্মানের;

তবুও মাসির দেবরের কণ্যার যোগ্য আমি হয় নি।

হরিপদ সে ও ভাল তার ছিল কান্ত বাবুর সানাইয়ের সুর;

আমার কবিতার দেখা পেতে গিয়েছিলাম একদিন ময়মনসিংহ সুদূর।

সন্ধ্যা বেলা অলকা হলের পাশ দিয়ে

ওদের বাসায় তুলসী মঞ্চের

বেদীতে সন্ধ্যা দীপ শিখা এক অপরুপ প্রেমের ইন্দ্রজাল;

হঠাৎ কোথা হতে এলো একটা দমকা বাতাস নিভিয়ে দিয়েছিল

আমার কবিতার হাতের দীপশিখাটিকে তারপর খানিকক্ষণ একাকার।

প্রথম দেখায় দু’জনই অনেক দিন পড়ে

কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি;

শুধু আঁখি ভরে সুধালে কেবলি হে বন্ধু,আছ তো ভাল?

তারপর ভাষাহীন তোমার অঝুর কান্নায়

আমি হতবাক,আমি উদভ্রান্ত,আমি দিশেহারা।

ঝড়ে পরে যেমন মাঝি দিশেহারা হয় তেমনি

আমি কিনারাহীন সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি।

তুমি জানালে,তুমি আর অপেক্ষা করতে পারবে না

এ ফ্লাগুনেই তোমার ময়মনসিংহ জীবনের অবসান হবে

এক এনজিও কর্মীর সংঙ্গে শুভ-পরিনয়ের মাধ্যমে।